REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৫ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৭ই বৈশাখ বুধবার ১৩২৬, ইংরাজী 30th April 1919. | ৪২শ সংখ্যা।

কেশরঞ্জন তৈল

কেশরঞ্জন নূতন নহে।—এ নবযুগে, যখন দেশে কোন স্বদেশী সুগন্ধি কেশতৈলের প্রচলন ছিল না—কেশরঞ্জন তখন আবির্ভূত হইয়া, আজ পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে, সমগ্র ভারতবাসীর মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। নিত্য নিত্য নব নব বিজ্ঞাপন গ্রন্থে রঞ্জিত নাম বিশিষ্ট কত কেশতৈল বাহির হইতেছে। কিন্তু "কেশরঞ্জনের" আদর প্রতিপত্তি ও সুখম অধনও অক্ষুণ্ণ।

কেশরঞ্জন সুগন্ধে বিশ্ববিজয়ী।—বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে "কেশরঞ্জনের" উপাদানে যে সব কেশ-তুলত দ্রব্যের সমাবেশ ছিল, আজও সেই সবই আছে; বরং সময়োপযোগী করিবার জন্য আরও নূতন নূতন উপাদান সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে দিন দিন "কেশরঞ্জনের" গুণ, যশ ও আদর বৃদ্ধি পাইতেছে।

কেশরঞ্জন ভারতের গৃহে গৃহে।—এখন নিজের শক্তিবলে মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "কেশরঞ্জন" ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজমান। কেবল ভারতে কেন—সুদূর ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি জনস্থানেও ইহার যথেষ্ট সমাদর।

কেশরঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।—কেন না, অনেকে অনুকরণের চেষ্টা করিয়াও নিষ্ফলমনোরথ হইতে পারেন নাই।—কেন না, ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলের বড় বড় দিক্‌পাল, দেশাধিপতি, রাজা-মহারাজাইহতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত কেশরঞ্জন ব্যবহার করেন। "কেশরঞ্জন" সুগন্ধে অনন্যকরণীয়,—গুণে অতুলনীয়। ইহা মস্তিষ্ক-রোগের আশু-প্রতিকারে মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা, তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ৸৵০ পোনের আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'জেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। ঐ সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মুত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পুঁজ যুক্ত বাড়ীগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, হাত পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসময় বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস,—পি, এস, ডি,—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, পুষ্প এম, ডি; (৭) আর মনিহার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এচ, এম, এ; (৯) ডাঃ এ, কারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া, এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এম, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০, ছোট শিশি ১৷০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

দুইটী চিত্রের তুলনায় সমালোচনা।

স্বাস্থ্যহীনতার চিত্র।

মলিন মুখ, বিশীর্ণ দেহ, এক একখানি করিয়া যেন পঞ্জর দেখা দিতেছে। আহারে রুচি নাই, ক্ষুধা নাই, কাজে মন লাগে না, সর্ব্বদা মনের ভিতর দুশ্চিন্তা, রাত্রে নিদ্রা হয় না। শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য এত বেশী যে আধপোয়া পথ চলিলে খুব ক্লান্ত হইতে হয়। কিন্তু যদি আমাদের "অশ্বগন্ধারিষ্ট" কিছুদিন সেবন করেন—তাহা হইলে নবজীবন লাভ করিবেন।

স্বাস্থ্যপূর্ণতার চিত্র।

তখন দেখিবেন—আপনার বিশীর্ণ গণ্ডে লোহিতাভ দেখা দিয়াছে। আহারে রুচি হইয়াছে। শারীরিক ও মানসিক শ্রম করিতে আর আপনি অপারক নন। সম্মুখে ইউনিভারসিটী পরীক্ষা। নব উৎসাহে, নবজীবনে আপনি দিনরাত খাটিতেছেন—একটুও ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। এ জন্য জানিয়া রাখুন—সর্ব্ববিধ স্নায়বিক ও দৈহিক দুর্ব্বলতার জন্য আমাদের অশ্বগন্ধারিষ্ট দেশপ্রসিদ্ধ মহৌষধ।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৶০ এগার আনা।

গবর্ণমেণ্ট-মেডিক্যাল-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৭ই বৈশাখ বুধবার, ১৩২৬ সাল।

রঘুনাথগঞ্জে পুলিশ সম্মিলনী।

—০—

গত মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জ থানায় পুলিশের একটী কো-অপারেশন সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় জঙ্গিপুর মহকুমার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও মহকুমার অন্যান্য থানার দারোগা বাবুরা মালদহ জেলার শিবগঞ্জ থানার ও বীরভুম জেলার মুরারই থানার সব ইং বাবুগণ, কয়েকজন প্রেসিডেন্ট পঞ্চাইত উপস্থিত ছিলেন। এক এলাকার চোর বদমাইসগণ অন্য এলাকায় অত্যাচার করিয়া পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া নির্ব্বিবাদে আপনাদের কুমতলব হাসিল করিতে না পারে তাহার সদুপায় নির্দ্ধারণ করাই বোধ হয় এই সকল সভার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক পুলিশ অফিসার যাহাতে স্বীয় এলাকার ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার বিভিন্ন বদমাইসগণের পরিচয় লইয়া তাহাদের দুষ্কৃতির জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারেন তজ্জন্য পরামর্শ করা পুলিশ কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য। এইরূপ সভা মধ্যে মধ্যে আহূত হইলে শান্তি রক্ষা কার্য্যে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা।

স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ ও ভিত্তি সংস্থাপন।

গত ২৪শে এপ্রিল প্রাতে ৮॥০ ঘটিকার সময় গোবিন্দপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের লোকপ্রিয় সবডিবিসনাল অফিসার বাবু লালবিহারী দাস মহাশয় উক্ত পারিতোষিক বিতরণ সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি বালকগণকে স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। পারিতোষিক বিতরণের পর ছাত্রগণকে মিষ্টান্ন দিয়া জলযোগ করান হইয়াছিল। গোবিন্দপুরে ইষ্টক নির্ম্মিত স্কুল গৃহ হইবার কথা আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। এইবারে বোধ হয় স্কুল গৃহ পাকা হইবে। সবডিবিসনাল অফিসার মহোদয় স্বহস্তে উক্ত স্কুল গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। আমরা আশা করি লালবিহারী বাবুর জঙ্গিপুর মহকুমার কার্য্যকাল শেষ না হইতেই যেন গৃহটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গৃহ প্রবেশের কার্য্যও তাঁহার দ্বারায় সম্পন্ন করাইয়া লওয়া হইবে। এই সকল সৎকর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ আছে।

আবার নূতন রোগের আমদানি।

পূর্ব্বে আমরা জ্বরকে সামান্য ব্যাধি, কলেরা ও বসন্তকে সাংঘাতিক ব্যাধি বলিয়া জানিতাম। তারপর জ্বরের কত রকমারী দেখিলাম। এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং তাহার চরম পরিণতি নিউমোনিয়ার কিম্মত খুব অনুভব করিয়াছি। আবার ঢাকার সংবাদে জানিতে পারিলাম মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে এক রকম নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। ইহাতে রোগীর গলা ও মাথা হঠাৎ ফুলিয়া উঠে, রোগী আর পান ও আহার করিতে সমর্থ হয় না। এই রোগের বোধ হয় এখনও নামকরণ হয় নাই। আসুক, যতপ্রকারের ব্যাধি আসিবে আসুক আমরাও এইরূপ ভুগিয়া ভুগিয়া সাক্ষী হইয়া পড়িব। আমাদের ছ সেরা দুর্ভিক্ষের অপেক্ষা কোনও ভীষণতর আতঙ্ক হইতে পারে না। ভয় কি? "সমুদ্রে পাতিতা শয্যা শিশিরে কিং করিষ্যতি"।

অনাবৃষ্টি।

বৈশাখ মাস গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্ভুক্ত হইলেও আমরা বরাবর দেখিয়াছি চৈত্রের শেষ ও বৈশাখের প্রথম অংশে বৈকালে ঝড় ও মেঘ হইয়া বৃষ্টিপাত হইত। এ বৎসর বৈশাখের অর্দ্ধাংশ চলিয়া গেল কিন্তু আমাদের এখানে বিন্দুপাত হইল না। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের কোন কোন স্থানে বারিবর্ষণ হইয়া ভাদুই ধান্য বপন কার্য্য বেশ সুচারুরূপে চলিতেছে এ সংবাদ আমরা পাইয়াছি কিন্তু আমাদের জঙ্গিপুর মহকুমা আজও হা জল! হা জল!! করিতেছে। মাঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণীগুলিত অনেক দিন হইল শুকাইয়াছে এক্ষণে অনেক বড় বড় জলাশয়ও জলশূন্য হইতে চলিল। মা ভাগীরথীতে অবগাহনের মত জল কোথাও নাই। আর দুই এক সপ্তাহ বৃষ্টি না হইলে ভাদুই ধান্যের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। এবার অনেকেরই 'কিং করোমি ক গচ্ছামি' অবস্থা হইবে।

ডাকে ডাকাতি।

—.—

গত ২৬শে এপ্রিল শনিবার রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় জিয়াগঞ্জ পোষ্ট অফিস হইতে মেল রানার ডাক লইয়া জিয়াগঞ্জ ষ্টেশন যাইতেছিল। যখন সে প্রায় ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এমন সময়ে চারি পাঁচজন লোক তাহাকে হাতিয়ার দিয়া জখম করিয়া ডাক ব্যাগ কাড়িয়া লয়। প্রকাশ ব্যাগে প্রায় ১৪০০ শত টাকা ছিল। সম্ভবতঃ দুর্ব্বৃত্তেরা জিয়াগঞ্জ পোষ্ট আপিস হইতেই ডাক বাহকের অনুসরণ করিয়াছিল। খাদ্য শস্যাদির যে প্রকার দুর্ম্মূল্য হইল তাহাতে এবার চুরি ডাকাতি খুব বাড়িবে বলিয়া বোধ হয়।

অগ্নিদাহে পল্লী ধ্বংস।

নজিরপুর নামে একখানি পল্লীগ্রাম জঙ্গিপুর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। গত কল্য মঙ্গলবার ঠিক বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আগুন লাগিয়া গ্রামখানি সমস্ত ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা বাড়ী হইতে বাহির হইতে না পারায় জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। একে এই দুর্ব্বৎসর তাহার উপর উক্ত গ্রামবাসীর খাদ্য শস্য ও জিনিস পত্র সমস্ত নষ্ট হইয়াছে। গ্রামে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। কি সদ্‌গৃহস্থ কি গরীব সকলেই এক দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

চিকিৎসকের অভাব।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দাখিল করা এক হিসাবে প্রকাশ,—সমগ্র বাঙ্গালায় সাড়ে চারি কোটী লোকের বাস, সমগ্র বাঙ্গালায় ডাক্তার আছে ২৫৫১ জন। অর্থাৎ গড়ে ১৮০০ লোকের উপর একটি করিয়া ডাক্তার পড়ে। মোট কথা, বাঙ্গালার মফঃস্বলে চিকিৎসকের অত্যন্ত অভাব, ইহার জন্য অচিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায় বহু লোক মরে।

ভাষা বুঝি ভাসে।

—.—

১। পাঠক! আমি আপনাদিগের সম্মুখে উপরোক্ত বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিতে সাহস করিতেছি, কতদূর সফলকাম হইব বলিতে পারি না। মহাকবি ভারবী বলিয়াছেন "যাহার যতটুকু আছে সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে আর অভ্যুদয়ের দিকে না তাকায় তবে ভাগ্যলক্ষ্মী যেন তাহার প্রতি একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াই তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন না।'' একথা সংসারী জীবের পক্ষে সর্ব্বথা প্রযোজ্য। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি একটা অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা বশতঃ উক্ত বিতৃষ্ণার প্রতিকূলে অতীতের চিত্রশালা হইতে কিছু বলাই আপাততঃ উদ্দেশ্য। দেশের সুধীজনাগ্রগণ্যদিগের প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গালী ও তথাকথিত বাঙ্গালা ভাষা আজ যে শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে তাহা দেখিয়া কাহার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত না হয়? দেশপূজ্য সাহিত্যরথীবৃন্দ বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বেতশতদলবাসিনীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেশ মাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া বাঙ্গালী হৃদয় যাহাতে ক্ষণকালের নিমিত্ত স্রোতোহীন শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় নিস্তেজ ভাবে না থাকে তৎপ্রতি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমি লেখক নহি। My principal occupation consists in cutting the *t*'s and dotting the *i*'s (আমার প্রধান কার্য্য কেবল টীর মাথা কাটা এবং আইয়ের মাথাতে ফোঁটা দেওয়া। কিন্তু লোকে শুনুক না শুনুক বলিবার অধিকার বোধ হয়

সকলেরই আছে। আজ কাল স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক মহাশয়গণ জ্যামিতি বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যাপনা করাইতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যথাযথ বাঙ্গালা ভাষাতে স্থূল বিষয়গুলি প্রকাশ করিতে কাহারও কাহারও মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। কেহ বা প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি কোন প্রকারে ঠিক রাখেন কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে গণ্ডগোল পাকাইয়া থাকেন। ফলতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক পুজক ব্রাহ্মণের ন্যায় হইয়া থাকে।

বিশেষ ব্রাহ্মণ যারা ব্রহ্ম অবতার।
মুখে নাহি বাক্য সরে ঘণ্টা নাড়া সার॥

হাতের বর্ত্তিকা সঞ্চালন ও মন্ত্রাদি কোন প্রকারে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অপর হস্তের ঘণ্টা থামিয়া যায়; কাহারও বা ঘণ্টা বাজে কিন্তু আর সব বন্ধ হইয়া যায়। কেহ বা ব্যাকরণের ধার ধারেন না, কেবল সাহিত্যিক লালিত্যেই বিভোর হইয়া থাকেন, এবং অনেক স্থলে ব্যাকরণ ভুলিয়া যাইবার জন্য ছেলেদিগকে মাথার দিব্য দিয়া থাকেন। অনেকে Psychology বা মনোবিজ্ঞানের Forgetfulness is the essential condition of good memory (বিস্মৃতিই মেধা শক্তি জাগরূক রাখিবার প্রধান উপায়) বাক্যটি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়া থাকেন এবং ছাত্রদিগকেও করাইয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত বাক্যের প্রয়োগ স্থল কি এই?

ক্রমশঃ

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৯এ মে ১৯১৯।

২৫৪ থাং ডিঃ শরৎচন্দ্র মিত্র দিং দেং জৈলক্য মিস্ত্রী দাবি ২৬৶ পং নস্করপুর মৌজে রামচন্দ্রপুর ২।০ কাত ৩৶ আঃ ২০৲

২৩৮ থাং ডিঃ নরেশচন্দ্র বসু দেং নিস্তারিণী দাসী দাবি ৪৫৫৸৩ পং গয়সাবাদ মৌজে রাজারামপুর ১১৯৸২ কাত ১১১৲ আঃ ৫০০৲

২৩১ থাং ডিঃ ভবতারিণী দেবী দেং এব্রাহিম সেখ দাবি ৬৫৶৫ পং নস্করপুর মৌজে বংশীবাদনপুর ১৭॥২॥ কাত ২২৶১০ আঃ ৪০৲

২৮০ থাং ডিঃ নগেন্দ্রনারায়ণ রায় দিং দেং কেফাতুল্যা সেখ দাবি ২১।১০ পং ইসলামপুর মৌজে ৮০ কাত ৩৶০ আঃ ৩৲

২২ রেহান ডিঃ ঠাকুরমনি দাসী দেং মুকুন্দলাল দাস দাবি ৫০৭৶৩ পং মঙ্গলপুর মৌজে নস্করপুর ইস্তাহারে লিখিতসম্পত্তি নিলাম হইবে আঃ ৭৫৲

৫৭ থাং ডিঃ মহারাজ মণিন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, দেং রামচন্দ্র দাস দাবি ৩৯।৶৯ পং রুকুনপুর মৌজে তোকিরকুলি ১২।২॥ কাত ১১।৶ আঃ ৫৲

১৭৩ থাং ডিঃ ঐ দেং মহিমন বিবি দাবি ২৩৮৫ পং রুকুনপুর মৌজে ঘোড়াইপাড়া ১৩/২৮ কাত ৭॥৶১২ আঃ ১০

২৪৯ থাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং তিলোত্তমা বর্ম্মণ্যা দাবি ৪৪১।৶ পং রুকুনপুর মৌজে গোবিন্দ ৪০৬॥০॥৶ কাত ১৬৪৸৶৯ আঃ ১৫০৲

২৪৫ থাং ডিঃ ভবতারিণী দেবী দেং আবদুল হোসেন নাঃ পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং আবজান বিবি দাবি ২৩৮/০ পং রুকুনপুর তং বয়ড়া ১/ কাত ২।২॥ আঃ ১৩৲

২২৭ থাং ডিঃ সেবাইত নিত্যকালী দাসী দেং নটবর দাস দিং দাবি ৮৩।৶ পং গনকর মৌজে তক্ষক ৯।১ কাত ২১৶১৪ আঃ ৭০৲

২১০ থাং ডিঃ অশ্বিনীকুমার প্রামাণিক দেং জানকি মণ্ডল দাবি ৪৪২।৶৯ পং বহুতালি মৌজে বাহাগলপুর ৬৸০ আঃ ১০০৲

১৭৭ থাং ডিঃ হরিহর দাস দেং শচিন্দ্রনাথ রায় দাবি ৩০৮॥৶৬ পং গনকর মৌজে ফাঁসিতলা।২ কাত ৭৲ আঃ ১০০৲

৭৭৬ থাং ডিঃ সুবর্ণপ্রভা সরকার দেং রোহিণীকুমার সরকার দাবি ৯৩৸/৯ পং মঙ্গলপুর মৌজে ধুসরীপাড়া /১॥ আঃ ৫০৲ ২। ঐ মধ্যে ৫/ এক-পঞ্চদশাংশ আঃ ১০৲ ৩। ঐ মধ্যে ৩৸ আঃ ১৪৲ ৪। ঐ মধ্যে ২/১ আঃ ১০৲

৮৮৯ থাং ডিঃ কালীচরণ সিংহ দেং আনন্দময়ী দেব্যা দাবি ৩৫৸৶৬ পং দশহাজারী মৌজে ভবানীপুর ১২।২ কাত ৮॥৶৫ আঃ ৩০৲

৮৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৪৶৩ পরগনাদি ঐ ৬॥৩ কাত ৫/ আঃ ১৫৲

২৫ থাং ডিঃ গোবিন্দলাল রায় দেং আদালত সেখ দাবি ২৫৶ পং একবরসাহি মৌজে শালমারা ৫।২ কাত ৫৶১২॥ আঃ ২০৲

২৪৮ থাং ডিঃ ঐ একবর সেখ দাবি ১১৶৬ পরগনাদি ঐ ১।২ কাত ১৸/১৩॥ আঃ ১০৲

১৫৪ রেহান ডিঃ রামদাস সাহা দিং দেং তারু বিবি দিং দাবি ২৬৩৬ পং রুকুনপুর মৌজে চকপাড়া ৪/৩। কাত ২॥৶১২॥ আঃ ১৫৲ ২। ঐ মধ্যে ১॥ কাত ১৶ আঃ ২০৲ ৩। পং কুণ্ডরপ্রতাপ তং মহৎপুর ২। কাত ৸১০ আঃ ৩০৲ ৪। ঐ মধ্যে ।৩ কাত ৸১৫ আঃ ১০৲

৩৮৪ থাং ডিঃ কেদারনাথ পাঁড়ে দিং দেং এমাম সেখ দি দাবি ১৪৸৯ পং কোণ্ডরপ্রতাপ মৌজে দেয়াড় ফতেপুর ৩॥৶ কাত ৪৶১। আঃ ২০৲

৩৮১ থাং ডিঃ ঐ দেং রাধাকল্যা সরকার দাবি ৩৪৸৬ পরগনাদি ঐ ৪।১৸/ কাত ৫৸৭৸ আঃ ৩৫

৩৭৯ থাং ডিঃ দিগম্বর দাস দেং মানিয়ত সেখ দিং দাবি ২৭৶৯ মৌজে নপাড়া ২॥১ কাত ৫॥৶ আঃ ১০৲

৫৮১ থাং ডিঃ হাজি মুন্সি জিল্লর রহমান দেং যুধিষ্ঠির সাঝি দিং দাবি ৯৩৶৯ পং কোণ্ডরপ্রতাপ মৌজে শ্রীনন্তবাটী ১০॥৩॥ কাত ১৭।৶০॥ আঃ ৫০৲

চৌকী জঙ্গিপুর এ।ডঃ মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৯এ মে ১৯১৯।

১০৭ থাং ডিঃ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দিং দেং প্রসন্নময়ী দেবী দাবি ৪২৸ পং গনকর মৌজে আহরণ ২২৶ কাত ১১॥৶ আঃ ৪০৲

১০২ থাং ডিঃ ঐ দেং মহেন্দ্র মণ্ডল দাবি ৯॥৶ পরগনাদি ঐ ১/২। কাত ১/৭॥ আঃ ৭৲

১০৩ থাং ডিঃ ঐ দেং বিপিন মণ্ডল দাবি ২৭৮৩ পরগনাদি ঐ ৪১৸৩৸ কাত ৪০৸৶ আঃ ২০০৲

১০৬ থাং ডিঃ ঐ দেং গিরিশচন্দ্র সরকার দাবি ১১৪॥৶৬ পরগনাদি ঐ ১৪/৪ কাত ১৩/১০ আঃ ৯০৲

৩২ মর্গেজ ডিঃ গণেশচন্দ্র চৌধুরী দেং ভক্তি মাঝি দাবি ৭৬৸৯ পং রাজসাহী মৌজে গোপালনগর ১॥ জমি আঃ ২১৲

৯৫ রেহান ডিঃ কুমুদিনী দেবী দেং রাধাকান্ত দাস দাবি ১০৸৶৬ পং গনকর মৌজে আমগাছী ১।২ কাত ২॥ আঃ ২৫৲

১৩৯ থাং ডিঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় দেং গোফুর সেখ দিং দাবি ২৩/৯ পং রুকুনপুর মৌজে রঞ্জিতপুর ২৸২॥ কাত ১৸৶১০ আঃ ১৫৲

১৪০ থাং ডিঃ ঐ দেং আবদুলমজিদ মিয়া দাবি ১৪॥/৩ পং ঐ মৌজে গোঁসাইপুর ২৸২ কাত ১॥৶ আঃ ১০৲

২৪ থাং ডিঃ রমাভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় দেং গণেশ দাস দিং দাবি ১২/৩ পং মঙ্গলপুর মৌজে ভাবকী ॥৩॥ কাত ।৶৭ আঃ ১০৲

১০৪ থাং ডিঃ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দিং দেং জিতন মণ্ডলানী দাবি ১৬৸/ পং গনকর মৌজে আহিরণ ২/৩॥ কাত ২/ আঃ ১৫৲

৪৬ থাং ডিঃ বলরামচন্দ্র বড়াল দিং দেং শ্রীপতিকুমার রায় দাবি ৭॥৩ পং গনকর মৌজে ১৸৪ জমি আঃ ৫৲

পাকা বাটী বিক্রয় বা ভাড়া।

ধুলিয়ান ষ্টেশনের অতি নিকটে একটী পাকা বাটী ভাড়া দেওয়া বা বিক্রয় করা যাইবে। বাড়ীটী ব্যবসাদারদের পক্ষে গুদামের উপযুক্ত। শ্রীপরেশনাথ সাহা।
সাং লালপুর, পোঃ ধুলিয়ান।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়।

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৶০

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকারাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৶

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১ ॥
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

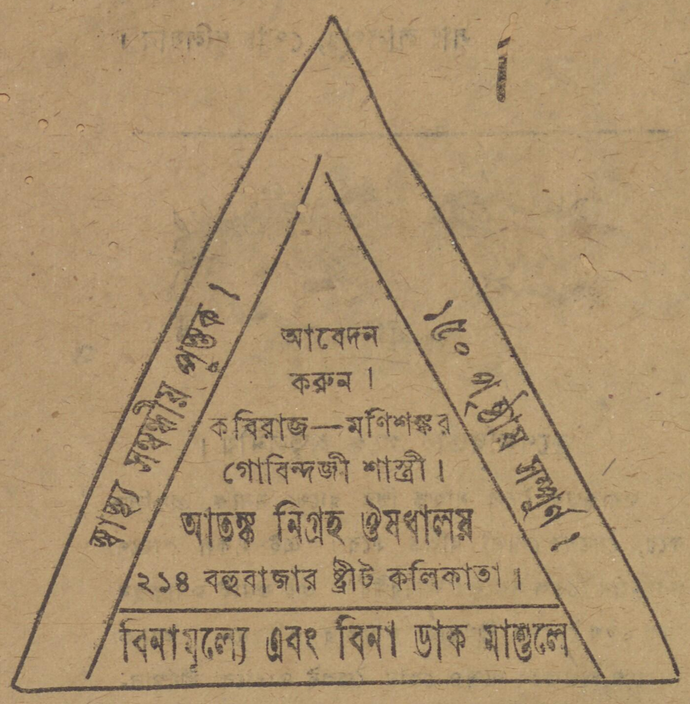

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক।
৮৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অতি সস্তার

কুহকে মজিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করিবার পূর্ব্বে আমাদের বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করুন। শ্বাস কাসের মহৌষধ চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৬৲ সাধারণ মকরধ্বজ ১ ভরি ৮৲ হিন্দুলোত্থ পারদযোগে প্রস্তুত মকরধ্বজ ১ ভরি ১৬৲ ধাতুদৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য ও সূতিকায় "জীবনীয় রসায়ন" ইহা অল্পমেধা ছাত্র, প্রসূতি ও দুর্ব্বলের একমাত্র সহায়। মূল্য ২০ মাত্রা ১ শিশি ১৲ হাঁপানীর "বাসারিষ্ট ও কনকাসব" ১ মাত্রা সেবনেই হাঁপ কষ্ট কমিবে। মূল্য ১ শিশি ৳৹ ও ॥৹ আনা। প্রদরের অশোকারিষ্ট, ক্ষয় ও কাসের দ্রাক্ষারিষ্ট, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও সকলপ্রকার রক্ত দুষ্টির অনন্তারিষ্ট ১ বোতল ১৷৷৹ প্রমেহের চন্দনারিষ্ট ও চন্দনাদি চূর্ণ ১ দিনেই জ্বালা যন্ত্রণা ও পূয নির্গমন কমিবে। একত্রে ১৪ দিন সেবনোপযোগী ২৲ অগ্নিমান্দ্যে ভাস্কর লবণ /৹ ছটাক ৷৷৵৹ অগ্নিমান্দ্যে গঙ্গাধরী পাচক ১ কৌটা ১৫ বটী ।৹ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অরুচি নাশক। কোষ্ঠ বদ্ধে গঙ্গাধরী রেচক বা দ্রাক্ষাদি ১ কৌটা ৯ বটী ।৵৹ ইহাতে আমবাত, কোমরের ব্যথা, পুরাতন জ্বর, গুল্ম ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেবনে সকালে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। দন্ত মঞ্জন ১ কৌটা ৵৹। দাদের মলম ১ কৌটা ।৹ আনা। অন্যান্য ঔষধ ও জারিত ধাতু দ্রব্য সুবিধা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পাইকার ও ছাত্রদিগকে সুবিধায় দেওয়া হয়।

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়ের ভাগিনেয়
ও ছাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত কবিরঞ্জন, গয়া।

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে।
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ)

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও শ্লেষ্মঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীকৃত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটী জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵৹ দশ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ।